তথ্যববিরণী নম্বর : ৪৫৭

**‍‍‍‍‍‍বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে সহায়তা দেয়া হবে**

 **-- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

চকরিয়া (কক্সবাজার), ২৭ শ্রাবণ (১১ আগস্ট):

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, এ পর্যন্ত বন্যা কবলিত ৫ জেলার জন্য মোট ৭০ লাখ টাকা, ২১ হাজার প্যাকেট শুকনো খাবার এবং ৭০০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে পানি বিশুদ্ধ করার ট্যাবলয়েট দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ শেষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ত্রাণ সামগ্রীর কোনো অভাব হবে না, চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হবে। আমাদের পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুদ আছে, নগদ অর্থ আছে, কাপড়, টিনসহ সবকিছুই আছে। যে পরিমাণ প্রয়োজন হবে সে পরিমাণ ত্রাণ দেওয়ার সক্ষমতা আছে। ক্ষয়ক্ষতির অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে যেখানে যেমন প্রয়োজন সেখানে ত্রাণ বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

#

সেলিম/আরমান/সেলিমুজ্জামান/২০৫০ ঘন্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪৫৬

**মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

লাকসাম (কুমিল্লা), ২৭ শ্রাবণ (১১ আগস্ট):

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, যে কোনো জাতির ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সে জাতির নিজস্ব মানুষকে কাজ করতে হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন একটি উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে বাইরের কোনো শক্তি এসে কোনো জাতিকে উন্নত করে দিয়েছে। মানুষই পারে অসম্ভবকে সম্ভব করতে সেজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন তা বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের মানব সম্পদকে দক্ষ, স্মার্ট ও উন্নত করতে হবে তাহলেই সম্ভব উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণ করা।

মন্ত্রী আজ লাকসাম পৌরসভার বঙ্গবন্ধু পৌর অডিটোরিয়ামে লাকসাম উপজেলার ১নং বাকই দক্ষিণ ইউনিয়নকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ইউনিয়ন হিসেবে ঘোষণা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের ন্যাশনাল ডিরেক্টর সুরেশ বার্টলার এবং সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক খন্দকার মুশফিকুর রহমান।

মন্ত্রী এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপের বিস্তারিত উল্লেখ করে বলেন, খাদ্য ঘাটতি, বিদ্যুৎ ঘাটতি ও নিরক্ষরতার বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, শতভাগ বিদ্যুতায়িত এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে গৌরবের সাথে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে পেরেছে। এখন আমাদের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশের কাতারে শামিল হওয়া। সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে গেলে সমাজ হতে বাল্যবিবাহ ও নিরক্ষরতার মত অভিশাপগুলো সম্পূর্ণ দূর করতে হবে।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী লাকসাম উপজেলার ১নং বাকই দক্ষিণ ইউনিয়নকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ইউনিয়ন হিসেবে ঘোষণা করার সাফল্যের জন্য সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ বিশেষ করে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের কার্যক্রমকে অভিনন্দন জানান। এ সময় তিনি আশা প্রকাশ করেন শীঘ্রই লাকসাম এবং মনোহরগঞ্জ বাল্যবিবাহ ও নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে। সেজন্য সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা নেওয়ার আহ্বান জানান মোঃ তাজুল ইসলাম।

মন্ত্রী এ সময় বিএনপি’র চলমান আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন রেখে বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে বিএনপি। যে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাকে নিজদের স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ এবং কলুষিত করেছিল বিএনপি, সেই ব্যবস্থায় বাংলাদেশের মানুষ আর কখনো ফেরত যাবে না বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী যুবসমাজকে টেকনোলজিক্যাল জ্ঞান আহরণের উপর গুরুত্ব দিতে আহ্বান জানিয়ে বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ফলে দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবহার করে মোবাইলের মাধ্যমেই যুবসমাজ এখন অনেক কিছু শিখতে পারে। শুধু আগ্রহ ও উদ্যম থাকলে বাংলাদেশের যে কোন প্রান্ত থেকে এখন বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবার জন্য সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, সকল প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশে পরিণত হবে।

#

হেমায়েত/আরমান/সেলিম/২০২০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৪৫৫

**জিয়া এদেশের ভোট ব্যবস্থা ধ্বংস করেছিল**

 **---এনামুল হক শামীম**

শরীয়তপুর, ২৭ শ্রাবণ (১১ আগস্ট):

পানিসম্পদ উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, এদেশে ভোট ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে, খুনি জিয়াউর রহমান। প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকলেও ‘হ্যাঁ’ ‘না’ ভোটের নামে ব্যালেট পেপারে সিল মেরে মানুষের ভোটাধিকার লঙ্ঘন করেছে। আজকে সেই জিয়াউর রহমান সৃষ্ট বিএনপি তত্ত্বাবধায়কের দাবি করছে। নির্বাচন নিয়ে তারা নতুন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। কারণ তারা জানে জনগণের ভোটে ক্ষমতায় আসার শক্তি নেই। আন্তর্জাতিক জরিপেও উঠে এসেছে দেশের ৭০ ভাগ মানুষের আস্থা জননেত্রী শেখ হাসিনার ওপর। সে কারণে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ করতে তারা তৎপর। তিনি বলেন, গত নির্বাচনে বিএনপির পলাতক নেতা তারেক রহমান মনোনয়ন বাণিজ্যের কারণে জনগণ হলুদ কার্ড দেখিয়েছে। এবার নির্বাচনে লাল কার্ড দেখাবে।

উপমন্ত্রী আজ জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপক্ষ্যে শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার ভোজেশ্বরে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ সব কথা বলেন।

তিনি বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশি ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গণজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। জনগণই আওয়ামী লীগের মূল শক্তি। সেই জনগণকে সাথে নিয়ে সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে। কারো ভয়ভীতিতে নয়, এই দেশ পরিচালিত হবে সংবিধান অনুযায়ী। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে যারা এই দেশের পবিত্র সংবিধানকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, জাতীয় চার মূলনীতিকে ভূলুণ্ঠিত করে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

তিনি আরো বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ্য গতিতে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সবদিক থেকে উন্নতি করছে। আর সেই সময়ে বিএনপি দেশকে পাকিস্তান বানানোর ষড়যন্ত্র লিপ্ত। এদেশের জনগণ একমাত্র জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই ঐক্যবদ্ধ। আর কারো নেতৃত্বে নয়। তাই আগামী নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতায় আসবে এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা পঞ্চম বারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন।

ভোজেশ্বর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলী আহম্মেদ সিকদারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক খান জাহাঙ্গীরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ওহাব বেপারী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক একেএম ইসমাইল হক, নড়িয়া পৌরসভার মেয়র আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক মাল, সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান খোকন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম সিকদার।

এর আগে নড়িয়ায় নির্মাণাধীন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উড়াল সেতু, ডাকবাংলোসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিদর্শন ও পানি উন্নয়ন বোর্ড আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

#

গিয়াস/আরমান/আব্বাস/২০২৩/১৯২৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৪৫৪

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৭ শ্রাবণ (১১ আগস্ট) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ৮৮ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৬৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১২ হাজার ২৪ জন।

#

সুলতানা/আরমান/আব্বাস/২০২৩/১৭৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                  নম্বর : ৪৫৩

**খাদের কিনারে বিএনপি, নির্বাচন বর্জন করলেই পতন**

 **---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ শ্রাবণ (১১ আগস্ট) :

ক্রমাগত নির্বাচনবিমুখতা এবং চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তের কারণে ব্যক্তির লাঠিয়াল বাহিনীতে পরিণত হতে যাওয়া বিএনপি আজ খাদের কিনারে এবং আগামী নির্বাচন বর্জন করলেই পতন বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর তোপখানা রোডে জাতীয় প্রেসক্লাবে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সভা'য় সমসাময়িক প্রসঙ্গে এ অভিমত দেন।

তিনি বলেন, ‘বিএনপি এমন একটা দল, যে দল করলে সংসদ নির্বাচন, উপজেলা নির্বাচন দূরে থাকুক, ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার বা সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচনও করা যায় না। তাদের নেতা-কর্মীদের আমি জিজ্ঞাসা করবো-  যেই দল করলে কোনো নির্বাচনই করা যায় না, আপনাদের কি ঠেকা পড়েছে সেই দল করে তারেক রহমানের লাঠিয়াল বাহিনী হয়ে থাকার!’

মন্ত্রী বলেন, ‘তারেক রহমান যতদিন নির্বাচন করতে না পারবেন, ততদিন বিএনপির কেউ ইউনিয়ন মেম্বার নির্বাচনও করতে পারবেন না -এটিই এখন তাদের নীতি। কিন্তু বিএনপি আগামী নির্বাচন বর্জন করলে বুঝতে পারবে, তাদের নেতা-কর্মীরা বর্জন করে নাই এবং কম্বল বাছতে গিয়ে দেখবে পুরো কম্বলই উজাড় হয়ে গেছে।

সুতরাং বিএনপিকে বলবো, গণতন্ত্রের পথে হাঁটলেই তাদের লাভ। এবং তাদের সিনিয়র নেতৃবৃন্দকে বলবো, আর কতোদিন আপনারা চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত অনুসরণ করবেন, এটা করে বিএনপি আজ খাদের কিনারে, আগামী নির্বাচন বর্জন করলে খাদের মধ্যেই পড়ে যাবে।’

এ দিন বিএনপির গণমিছিল নিয়ে হুঁশিয়ারি দেন হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, বিএনপির গণমিছিল থেকে যদি মানুষের ওপর হামলা হয়, পুলিশের ওপর হামলা হয়, মানুষের সহায়-সম্পত্তি নষ্ট করা হয়, আমরা ছেড়ে দেবো না। আমরা জনগণকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলবো।

**‘বিদেশিদের কাছে ধর্ণা, জ্বালাও-পোড়াও করে লাভ হয়নি বিএনপির’**

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এ সময় বলেন, ‘বিএনপি গত কয়েকবছর ধরে বিদেশিদের কাছে গিয়ে অনেক অনুনয়-বিনয় করেছে। শেষে তারা দেখতে পেলো, তাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি বিদেশিরা কোনো সমর্থন জানালো না এবং তারা যা চেয়েছিলো তার কিছুই হচ্ছে না। এখন তারা ভিন্ন সুরে কথা বলা শুরু করেছে। এখন তারা বলছে, ভারত কি বললো তাতে কিছু আসে-যায় না, যুক্তরাষ্ট্র বা ইইউ কি বললো তাতেও কিছু যায়-আসে না।’

এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ‘তারা দেখেছে, ক'দিন আগে সফরে আসা যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারি  উজরা জেয়া এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা বিএনপির কোনো দাবি নিয়ে কিছু বলেননি। একই কারণে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপানসহ বিভিন্ন দেশের সমন্বিত ইলেকশন মনিটরিং গ্রুপের সাথে বৈঠকটিই বিএনপি বাতিল করেছে। আশাহত বিএনপি বুঝেছে বিদেশিদের পেছনে ছুটে কোনো লাভ নেই।’

হাছান মাহমুদ বলেন, ‘এই দেশ বাংলদেশের মানুষের, অন্য কারো নয়। যদি যেতে হয়, জনগণের কাছে যেতে হবে। মহিলা নেত্রীদের নিয়ে সাজগোজ করে বিদেশিদের কাছে গিয়ে বিএনপির কোনো লাভ হয়নি, জ্বালাও-পোড়াও করেও কোনো লাভ হয়নি। এই অপরাজনীতি বন্ধ হওয়া দরকার।’

**শেখ মুজিব থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর পেছনে বঙ্গমাতা**

এর আগে বঙ্গবন্ধু, তার স্ত্রী বঙ্গমাতা ও তাদের পরিবারের সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা হয়ে ওঠার পেছনে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের অবদান অসামান্য।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনে বহুবার বহু সময় কারাগারে কেটেছে। তিনি যখন কারাগারের বাইরে থাকতেন, বঙ্গমাতা তখন সংসার সামলেছেন আর বঙ্গবন্ধু যখন কারাগারে থাকতেন, তখন বঙ্গমাতা দল এবং সংসার দু'টোই সামলেছেন।

সারাজীবন সাধারণ মহিলার মতো জীবন-যাপনকারী নিভৃতচারী মহীয়সী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষণগুলোতে কিভাবে তার স্বামী বঙ্গবন্ধুর পাশে দাঁড়িয়েছেন, সেগুলো আমরা বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বিভিন্ন লেখা ও আলোচনা থেকে জানতে পারি, উল্লেখ করেন হাছান।

মন্ত্রী বলেন, ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের পর আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন এবং তাকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দেন। বঙ্গবন্ধু নিজেই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং রাওয়ালপিন্ডি থেকে টেলিফোনে সেটি বঙ্গমাতাকে জানান। বঙ্গমাতাও একইমত পোষণ করেন ও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্য বঙ্গবন্ধুকে ধন্যবাদ দেন।

সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান বলেন, বঙ্গবন্ধু ক্ষমতার লোভ করেননি, প্রধানমন্ত্রী হতে চাননি, বাংলার স্বাধীনতার পথে এগিয়ে গেছেন, বঙ্গমাতা পরিবার নিয়ে তার সাথে থেকেছেন। বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসির মঞ্চে নেওয়া হয়েছে, জাতির দিকে তাকিয়ে বঙ্গমাতা অবিচল থেকেছেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এবং ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের দিনও বঙ্গমাতা তার কন্যা শেখ হাসিনা, সদ্যজাত শিশু জয়, শেখ রেহানা, শেখ রাসেলসহ পাকিস্তানিদের হাতে বন্দীত্ব সহ্য করেছেন।

এমম কি মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে প্রথমে তার পরিবারের কাছে নয়, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জনতার কাছে গেছেন স্মরণ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু প্রমাণ করেছেন, সত্যিকারের রাজনীতিকের কাছে জনতাই প্রথম, পরে পরিবার এবং পরিবার তা মেনে নেয় ও পাশে থাকে।

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আসরারুল হাসানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমানের পরিচালনায় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, জাতীয় কমিটির সদস্য এডভোকেট বলরাম পোদ্দার, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ এবং একুশে পদকপ্রাপ্ত স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের কণ্ঠশিল্পী মনোরঞ্জন ঘোষাল সভায় বক্তব্য রাখেন। শেষে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা, তাদের পরিবার এবং দেশ ও মানুষের মঙ্গল কামনা করে দোয়া পরিচালিত হয়।

#

আকরাম/আরমান/আব্বাস/২০২৩/১৭২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৪৫২

**ভোক্তা অধিকার নিশ্চিতে আইনের পাশাপাশি সচেতনতা জরুরি**

 **---বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ শ্রাবণ (১১ আগস্ট) :

ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করতে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি ভোক্তাদের অধিকতর সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা টিপু মুনশি ।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনে (এফডিসি) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি’র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক ছায়া সংসদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, শুধু আইন দিয়ে ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। ভোক্তাদের যেমন তার অধিকার সমন্ধে সচেতন হতে হবে তেমনি ব্যবসায়ীদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় দিতে হবে। মূল্যবোধের অবক্ষয় নয় বরং জাগরণ দরকার। দাম না কমালে আমদানি করা হবে এমন হুঁশিয়ারি দিলেই দাম কমে। রমজান মাসেই আসলেই পণ্যের দাম বাড়ে। এগুলো পরিহার করতে হবে। ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে অনেকে শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন।

মন্ত্রী বলেন, ভোজ্যতেল এবং চিনির প্রায় চাহিদার পুরোটাই আমদানি করতে হয়। এগুলো ছাড়াও যে কোনো পণ্য আমদানি করা হলে ব্যবসায়ীদের মুনাফা রেখেই ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মাধ্যমে সরকার মূল্য নির্ধারণ করে দেয়। তারপরও দেখা যায় অতি মুনাফার লোভে কিছু ব্যবসায়ী বেশি দামে পণ্য বিক্রয় করে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করে অসৎ ব্যবসায়ীদের আইনের আওতায় আনা হচ্ছে। তবে শুধু আইন প্রয়োগ করে দমন করা সম্ভব নয় বলেও জানান তিনি।

টিপু মুনশি বলেন, খাদ্য সংকট হবে এই চিন্তা করে অতিরিক্ত মজুদ করা ঠিক নয়। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ এইটা করেন থাকেন। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় দেশে সকল পণ্যে পর্যাপ্ত আছে। কৃষি বিপ্লবের ফলে বাংলাদেশ অনেক পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। কোনো পণ্যের সংকট পড়লে সরকার আমদানি করে থাকে। সরকার সবসময় চেষ্টা করে যাতে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আবার ভোক্তারাও যেন সহজে পণ্য ভোগ করতে পারে।

মন্ত্রী আরো বলেন, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ফলে খাদ্য পণ্য আমদানি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। যারফলে শুধু বাংলাদেশ নয় সারাবিশ্বে এর প্রভাব পড়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে এটা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কিন্তু এটা শুধু আমাদের দেশে নয় বিশ্বের সকল দেশেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন নিম্নবিত্ত মানুষের কষ্টের কথা ভেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টিসিবির মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে খাদ্যপণ্য বিক্রয় করছে। সারাদেশে এককোটি ফ্যামিলি কার্ডধারীদের মাঝে তেল, ডাল এবং চালসহ অন্যান্য পণ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। দেশে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও সরকার বিশাল অংকের ভর্তুকি দিয়ে গরীব-অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।

 চলমান পাতা-২

পাতা-২

পরে সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ডিম বা মুরগি অথবা পিঁয়াজ কিংবা কাঁচা মরিচের দাম বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না। এগুলোর উৎপাদন, চাহিদা অন্য দুটি মন্ত্রণালয়ের কাছে থাকে। সরকার এসব পণ্যের যে দাম নির্ধারণ করে দেয় সেটি অনুযায়ী বিক্রি হচ্ছে কিনা তা ভোক্তা অধিকার তদারকি করে থাকেন। কিন্তু যেকোনো পণ্যের দাম বাড়লেই বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়ে অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণে অভিযান পরিচালনা করার জন্য যে পরিমাণ লোকবল প্রয়োজন সে পরিমাণ জনবল তাদের নেই। আমরা লোকবল বাড়ানো উদ্যোগ নিয়েছি। এই দপ্তরের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা থাকা দরকার। নিজস্ব কর্মকর্তাদের অথবা যারা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন এধরনের কর্মকর্তাদের ভোক্তা অধিদপ্তরে পদায়ন করা যায় বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন।

মক পার্লামেন্টে স্পিকার ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি’র চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) এ এইচ এম সফিকুজ্জামান। প্রথমদিনে ‘শুধু আইন দিয়ে ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়’ শীর্ষক প্রস্তাবের পক্ষে ইডেন মহিলা কলেজ এবং বিপক্ষে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতার্কিকরা অংশগ্রহণ করে ইডেন মহিলা কলেজ বিজয় লাভ করে।

উল্লেখ্য, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করছে।

#

হায়দার/আরমান/আব্বাস/২০২৩/১৬৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৪৫১

**বান্দরবানে বন্যা দুর্গতদের পাশে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

বান্দরবান, ২৭ শ্রাবণ (১১ আগস্ট) :

বান্দরবানে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সৃষ্ট বন্যায় আক্রান্ত দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং। তিনি স্থানীয় দুর্গত মানুষের মাঝে ছুটে যান এবং শুকনো খাবার ও বিশুদ্ধ পানি বিতরণ করেন।

মন্ত্রী আজ বান্দরবান সদরের ৮ নং ওয়ার্ডের সাইক্লোন সেন্টারের আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত বন্যার্তদের মাঝে শুকনো খাবার ও বিশুদ্ধ পানি বিতরণ করেন । এর ব্যবস্থাপনা করে বান্দরবান ইউনিটের বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। মন্ত্রী বন্যার্তদের মাঝে সরকারি ও বেসরকারি প্রয়োজনীয় সাহায্য দ্রুত পৌঁছে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।

এ সময় বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বান্দরবান ইউনিটের সেক্রেটারি অমল কান্তি দাশ, বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মোঃ আব্দুর রহিম চৌধুরী, বান্দরবান পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল ইসলামসহ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বান্দরবান ইউনিটের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/আরমান/আব্বাস/২০২৩/১৬৪৮ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪৫০

**ডিজিটাল নিরাপত্তার জন্য নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা অত্যাবশ্যক**

 **-- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ শ্রাবণ (১০ আগস্ট):

ডাক ও টেলিযোগোযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল নিরাপত্তার জন্য নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা অত্যাবশ্যক। এ বিষয়ে সরকার অত্যন্ত মনোযোগী। ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইন্টারনেট প্রটোকল ভার্সন (আইপিভি)-৬ প্রযুক্তি অপরিহার্য। তিনি বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইপিভি-৪ ভার্সনের রাউটার আমদানি রহিত করা হয়েছে। আইপিভি-৬ বাস্তবায়নে পরিকল্পনা মাফিক কাজ চলছে। ইন্টারনেট সেবাদাতাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন আইএসপিএবিকে এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দেন মন্ত্রী

মন্ত্রী আজ ঢাকায় এক হোটেলে আইএসপিএবি’র আয়োজিত নেটওয়ার্ক এন্ড এডভান্সড বিজিএফ রাউটিং বিষয়ক তিন দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ডিজিটাল সংযোগ ছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন সম্ভব হতো না উল্লেখ করে বলেন, ইন্টারনেট এখন শহরের গণ্ডি অতিক্রম করে দুর্গম অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান চাহিদা। মানুষের এই চাহিদা পূরণে ইতোমধ্যে দেশের প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইভারের মাধ্যমে উচ্চগতির ইন্টারনেট পৌঁছে দিয়েছি। দেশের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কর্মসূচি প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর বাইরেও আমরা দেশের শতকরা ৯৮ ভাগ এলাকায় মোবাইল ফোনের ফোর-জি ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছি।

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের এই অগ্রদূত বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় গত সাড়ে চৌদ্দ বছরে বাংলাদেশের অভাবনীয় সফলতা বিশ্বের অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ডিজিটাল যন্ত্রে বাংলাভাষার এই উদ্ভাবক বলেন, দেশের তথ্য পাচার হয়ে যাবে এই অজুহাতে ১৯৯২ সালে বিনা টাকায় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ গ্রহণ থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করে তৎকালিন সরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালের পর ভি-স্যাটের মাধ্যমে ইন্টারনেটের অভিযাত্রা শুরু হয়। তিনি বলেন ২০০৬ সালে দেশে প্রতি এমবিপিএস ইন্টারনেটের দাম ছিল ৭৫ হাজার টাকা। একদেশ একরেটের মাধ্যমে আমরা দেশে এখন এক এমবিপিএস ইন্টারনেট মাত্র ৬০ টাকা দাম নির্ধারণ করেছি। ২০০৮ সালে দেশে সাড়ে সাত জিবিপিএস ইন্টারনেট ব্যবহৃত হতো বর্তমানে ব্যবহারের এ পরিমান ৫ হাজার জিবিপিএস অতিক্রম করেছে। উচ্চগতির ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা এবং ব্যয়সাশ্রয়ী হওয়ায় সুনামগঞ্জের ধর্মপাশার হাওর বেষ্টিত গ্রাম আহমেদপুর কিংবা মধুপুরের দুর্গম পাহাড়ের বাসিন্দারাও ঘরে বসে বৈদেশিক মূদ্রা আয় করছে, সেখানে গড়ে তুলেছে আইটি ইন্ডাস্ট্রি।

মন্ত্রী বলেন, আগামী ২ বছর এই ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ বিশ্বের যে কোন উন্নত দেশের তুলনায় ডিজিটাল সংযুক্তিতে এগিয়ে থাকবে। ইন্টারনেট সহজলভ্যতার কারণে দেশে ভয়েস কল ক্রমেই কমে আসছে এবং ডেটা কল বাড়ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এমন এক সময় আসবে ভয়েস কল বিলীন হয়ে যাবে। ডিজিটাল প্রযুক্তি জগতে তার দীর্ঘ ৩৭ বছরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে মোস্তাফা জব্বার বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়ে সব অর্জন করা যায় না। কর্মজীবনের শিক্ষা কর্মজীবন থেকেই শিখতে হয়। তিনি বলেন, প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। আপনি আজ যা শিখছেন আগামীকাল তা কাজে নাও লাগতে পারে। এজন্য প্রতিনিয়ত প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে আপনাকেও এ পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। এজন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। মন্ত্রী এ ব্যাপারে সম্ভাব্য সব ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস ব্যক্ত করেন।

আইএসপিএবির সভাপতি ইমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবদুর রহিম খান বিটিআরসির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এহসানুল কবির, অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত এপনিক প্রশিক্ষক ডেভিড মিচেল পালান এবং আইএসপিএবির সাধারণ সম্পাদক নাজমুল করিম ভূঁইয়া বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/আরমান/এনায়েত/সেলিম/২১২০ ঘন্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪৪৯

**বিজেপি মনে করে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন সুষ্ঠু হবে**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ শ্রাবণ (১০ আগস্ট):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি মনে করে বাংলাদেশে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হলে তা সুষ্ঠু ও সুন্দর হবে। এবং তাদের একবাক্যে অভিমত- জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে দেশের অগ্রগতি অভাবনীয়।’

ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি’র আমন্ত্রণে আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের পাঁচ সদস্য ৬-৯ আগস্ট দিল্লি সফর শেষে বুধবার ফিরেছেন। আজ বিকেলে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সফর বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

নির্বাচনের চার মাস আগে বিজেপি’র আমন্ত্রণে আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদলের এই সফরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিহিত করে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বিজেপি’র শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ বৈঠকগুলোতে তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সন্ত্রাসমুক্ত ভূখন্ডনীতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিএনপির আমলে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উদ্দেশ্যে পাচার হতে যাওয়া দশ ট্রাক অস্ত্র, কক্সবাজারে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে সেই সময়গুলোর মতো অবস্থা এখন আর নেই, বলেন তারা। নিজ দেশের এক ইঞ্চি ভূমিও প্রতিবেশী দেশে অস্থিতিশীলতার কাজে যেন ব্যবহৃত না হয়, সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেওয়া পদক্ষেপ ও তার কার্যকারিতায় আন্তরিক সন্তোষ জানান নেতারা।’

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, পাশাপাশি আমরা তাদেরকে জানিয়েছি, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ। এর ফলেই প্রতিবছর পূজামন্ডপের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সব ধর্মের উৎসব সবার উৎসব হয়, পয়লা বৈশাখে সর্বজনীন উৎসব হয়, চাকুরিজীবীরা পুরো এক মাসের বেতনের সমান উৎসব ভাতা পান। এ সব তথ্যে তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভিতের গভীরতা অনুভব করেছেন, উল্লেখ করেন হাছান।

প্রতিনিধি দলনেতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাকের বক্তব্য দিয়ে শুরু হওয়া এ ব্রিফিংয়ে প্রতিনিধিদের মধ্যে সাংগঠনিক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, আরমা দত্ত এমপি ও মেরিনা জাহান কবিতা এমপি’র সাথে দলের দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া, উপ-দপ্তর সম্পাদক সায়েম খান এবং উপ-প্রচার সম্পাদক আবদুল আউয়াল শামীম উপস্থিত ছিলেন।

আওয়ামী লীগের দলটি এ সফরে ৭ আগস্ট ভারতীয় জনতা পার্টি-বিজেপি’র প্রেসিডেন্ট জেপি নাড্ডা, জেনারেল সেক্রেটারি বিনোদ তড়ে এবং ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. জয় শঙ্করের সাথে এবং ৮ আগস্ট ভারতের পার্লামেন্টের লিডার অভ দি আপার হাউজ ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযুষ গয়াল এবং ভারতে জি-২০ সম্মেলনের কো-অর্ডিনেটর রাষ্ট্রদূত হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সাথে বৈঠক করেছেন।

যুব মহিলা লীগের কাছ থেকে মানুষের পাশে দাঁড়ানো শিখুন : বিএনপিকে তথ্যমন্ত্রী

ধানমন্ডিতে সংবাদ সম্মেলন শেষে এ দিন তথ্যমন্ত্রী রাজধানীর শাহবাগে যুব মহিলা লীগের ডেঙ্গু প্রতিরোধ কর্মসূচিতে যোগ দেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ বিএনপির উদ্দেশ্যে বলেন, ‘তারা বড় একটা রাজনৈতিক দল হয়েও মানুষের প্রয়োজনে মানুষের পাশে দাঁড়ায় না। কিন্তু আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন যুব মহিলা লীগও মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। এদের কাছ থেকে বিএনপির শেখা উচিত।’

মন্ত্রী হাছান বলেন, ‘আমি বিএনপিকে বলবো- সাজগোজ করে বিদেশি দূতাবাসে ধর্ণা না দিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ান। অগ্নিসন্ত্রাস করে মানুষ ও গাড়ি-ঘোড়া না পুড়িয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ান, পুলিশের ওপর হামলা পরিচালনা না করে মানুষের পাশে দাঁড়ান।’

যুব মহিলা লীগ সভাপতি আলেয়া সারওয়ার ডেইজি, সাধারণ সম্পাদক শারমিন সুলতানা লিলি এবং সদস্যরা কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/আরমান/এনায়েত/সেলিম/২০২০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৮

**বিএফটিআই এবং বিসিআই এর মাঝে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত**

ঢাকা, ২৬ শ্রাবণ (১০ আগস্ট):

 বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) এবং বাংলাদেশ চেম্বার অভ্ ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

 আজ রাজধানীর টিসিবি ভবনে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনিস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

 বিএফটিআই এর পক্ষে বিএফটিআই-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মোঃ জাফর উদ্দীন এবং বিসিআই-এর পক্ষে বিসিআই-এর সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি প্রধান অতিথির বক্তব্য বলেন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানির ৮৪ দশমিক ৫৮ শতাংশ এসেছে তৈরী পোশাক খাত থেকে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণের বিকল্প নেই। সম্ভাবনাময় পণ্য ও বাজার সম্পর্কিত গবেষণালব্ধ তথ্য এবং উদ্ভাবনী পরামর্শ সেবা রপ্তানি বৃদ্ধিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

 মন্ত্রী বলেন, এই সমঝোতার ফলে দেশী বিদেশী বিনোয়োগের পথ যেমন সুগম হবে তেমনি প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে পণ্য, সেবা এবং বাজার বহুমুখীকরণের মাধ্যমে সুদৃঢ় ও টেকসই রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার মাধ্যমে ভিশন ২০৪১ এর সফল বাস্তবায়ন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

 সভাপতি বিএফটিআই-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব, ড. মোঃ জাফর উদ্দীন বলেন, বিএফটিআই-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বাণিজ্য সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে। বিএফটিআই ও বিসিআই এর উক্ত সমঝোতার ফলে পরিকল্পিত উদ্যোগসমূহ দেশী বিদেশী বিনিয়োগের পথ সুগম করবে এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে পণ্য, সেবা এবং বাজার বহুমুখীকরণের মাধ্যমে টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

 বিএফটিআই-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিসিআই এবং বিএফটিআই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 এরআগে, বিএফটিআইয়ের সম্মেলন কক্ষে পাঁচ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ÔRules and Procedures for Import and ExportÕ শীর্ষক প্রশিক্ষনার্থীদের হাতে সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

#

হায়দার/এনায়েত/জয়নুল/২০২৩/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৭

**সাইবার নিরাপত্তা আইনে সাংবাদিক হয়রানি বন্ধ হবে**

 **--- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ শ্রাবণ (১০ আগস্ট):

 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, প্রস্তাবিত সাইবার নিরাপত্তা আইন সাইবার অপরাধ বন্ধে অত্যন্ত সহায়ক হবে। পাশাপাশি সাংবাদিক মহল যেসব সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ছিলেন, সেটাও দূর হবে এবং সাংবাদিকদের হয়রানিও বন্ধ হবে। তিনি বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কারণে জনগণের মধ্যে যে মানসিক চাপ তৈরি হয়েছে কিংবা গণমাধ্যমের স্বাধীনভাবে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে যে মানসিক চাপ বা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে তা সাইবার নিরাপত্তা আইনে দূর হবে।

 আজ রাজধানীর বিসিসি অডিটোরিয়ামে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ রহিতকরণ এবং প্রস্তাবিত সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলন প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

 আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে যেসব ধারায় সাজার পরিমাণ অনেক বেশি ছিল এবং এনিয়ে বেশ বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, সেগুলোর সাজা সাইবার নিরাপত্তা আইনে কমিয়ে আনা হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বেশকিছু ধারা জামিন অযোগ্য ছিল, সেগুলোকে নতুন আইনে জামিনযোগ্য করা হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অনেক ধারায় দ্বিতীয়বার অপরাধ সংঘটনের জন্য সাজা দ্বিগুণ কিংবা সাজার মেয়াদ বাড়ানোর বিধান করা হয়েছিল। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যেসব ধারায় দ্বিতীয়বার অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে বাড়তি সাজার কথা বলা আছে, সেগুলো নতুন আইনে বাতিল করা হয়েছে।

 তিনি বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৯ ধারায় মানহানির বিষয়টি ছিল। এতে বলা ছিল, (১) যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে পেনাল কোডের (দণ্ডবিধি) ৪৯৯ ধারায় বর্ণিত মানহানিকর তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করেন, সে জন্য তিনি অনধিক তিন বছর কারাদণ্ড বা অনধিক পাঁচ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। আর যদি কোনো ব্যক্তি উপধারা (১)-এ উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুনঃ সংঘটন করেন, তাহলে ওই ব্যক্তি অনধিক পাঁচ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। নতুন সাইবার নিরাপত্তা আইনে মানহানির অপরাধের জন্য কারাদণ্ড বাদ দিয়ে শুধু জরিমানার বিধান করা হয়েছে। এখন এই অপরাধের জন্য অনধিক ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। জরিমানা এক টাকাও হতে পারে। অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে আদালত এটি নির্ধারণ করবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, মানহানির মামলার ক্ষেত্রে নতুন আইনে কাউকে সরাসরি গ্রেপ্তার করা যাবে না এবং গ্রেপ্তারের কোনো আতঙ্ক বা আশঙ্কা থাকবে না। তবে জরিমানা না দিলে তিন মাস থেকে সর্বোচ্চ ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়া যাবে। কিন্তু অপরাধের মূল শাস্তি বে জরিমানা।

 তিনি আবারও বলেন,‘ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করা হয়নি, পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন যদি বলি, বাতিল করা হয়েছে, তাহলে আপনারা প্রশ্ন করবেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের প্রায় সব ধারাই তো এ আইনে আছে। তাহলে আপনি কেন বলছেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করা হয়েছে। যে কারণে আমি পরিবর্তন শব্দটি ব্যবহার করেছি।’

চলমান পাতা - ২

--- ২ ---

 সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের যুক্তিকতা তুলে ধরে আইনমন্ত্রী বলেন, আসলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্তনগুলো এতটাই বেশি ছিল যে, যখন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ পড়তে হত, তখন সঙ্গে ডিজিটাল নিরাপত্তা (সংশোধন) আইনটিও সঙ্গে রাখতে হত, এটা কনফিউজিং হত। সেজন্যই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের পরিবর্তে ‘সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩’ নামে নতুন করা হচ্ছে। এখানে ডিজিটালের পরিবর্তে সাইবার নামটা রাখা হয়েছে, এটার ব্যাপ্তি বাড়ানোর জন্য। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ সালে অনুমোদনের পর পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়েছে। আমাদের পাঁচ বছরের অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। অভিজ্ঞতার পাশাপাশি সারাবিশ্বে আইসিটি সংক্রান্ত অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আইসিটি সংক্রান্ত বিশ্বের যে ব্যাপ্তি কিংবা ধরণ, তার বেশ পরিবর্তন এসেছে। সেসব কিছুকে বিবেচনায় রেখে সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

 ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে গিয়ে আনিসুল হক বলেন, আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার নতুন এক স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। উদ্দেশ্য ছিল একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিনির্ভর বেগবান বৈশি^ক উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক নতুন এক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা এবং বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্ন ‘সোনার বাংলা’ গড়া। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশের আপামর জনসাধারণ জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ম্যান্ডেট দিলে তিনি ২০০৯ সালে সরকার গঠন করেন এবং কাল বিলম্ব না করে তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সুদূর প্রসারী ও বাস্তবধর্মী বহুমুখী পদক্ষেপ নেন। বর্তমানে যার সুফল ভোগ করছে দেশের প্রায় ১৮ কোটি মানুষ। কিন্তু আমরা সকলেই ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল ভোগ করলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর সীমাবদ্ধতাও পরিলক্ষিত হয়। সেটি হলো ডিজিটাল মাধ্যমকে ব্যবহার করে নতুন নতুন অপরাধ সংঘটন। যা রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। প্রচলিত আইনে এসব সাইবার অপরাধ দমনের সুযোগ না থাকায় নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই প্রেক্ষাপটে প্রণয়ন করা হয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮।

 কিন্তু আইনটি প্রয়োগের শুরুতেই আমরা এর কিছু অপব্যবহার বা মিসইউজ দেখতে পাই যা আমি অকপটে স্বীকার করতে কখনই বিন্দু পরিমাণ কুণ্ঠাবোধ করিনি এবং করবোও না। সে সময় এ আইনের অপব্যবহার প্রতিরোধে আমরা বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করি। ফলে এই আইনের অপব্যবহার অনেকটাই কমে যায়। কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার চায় আইনটির যাতে কোন অপব্যবহার না হয়। সেকারণেই আমরা বার বার বলেছি, এই আইন সংশোধন করা হবে। এর আলোকে আইনটি সংশোধনের জন্য আমরা একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেছিলাম। এই কমিটি দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে ধারাবাহিক ও দীর্ঘ আলোচনার পর আমাদেরকে যে মতামত বা রিপোর্ট প্রদান করে তাতে দেখা যায়, আইনটি ব্যাপক আকারে সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা প্রয়োজন। সেকারণেই আমরা ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ কে রহিত করে ‘সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩’ নামে নতুন আইন প্রণয়ণের কার্যক্রম শুরু করি এবং গত ৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখের মন্ত্রিসভার বৈঠকে আইনটি অনুমোদন লাভ করে।

 তথ্য ও যোগাযেগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক-এর সভাপতিত্ব সংবাদ সম্মেলনে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব মোঃ মইনুল কবির, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার, তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব মোঃ সামসুল আরেফিনসহ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/এনায়েত/জয়নুল/২০২৩/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৬

**আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর সাথে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২৬ শ্রাবণ (১০ আগস্ট):

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আজ আগারগাঁওস্থ আইসিটি টাওয়ারে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন।

 এসময় তাঁরা দুদেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষ করে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত নিয়ে আলোচনা করেন। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিগত ১৪ বছরে গৃহিত বিভিন্ন কার্যক্রমসহ সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

 প্রতিমন্ত্রী য্ক্তুরাষ্ট্র ভিত্তিক আমেরিকার উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান স্টারলিংকের কার্যক্রম বাংলাদেশে চালু, বাংলাদেশের জনগণের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিতে সাইবার সিকিউরিটি আইন ও ডাটা প্রটেকশন এ্যাক্ট প্রণয়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা পেলে বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন খাতে আরো এগিয়ে যাবে। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে প্রযুক্তিজ্ঞানসমৃদ্ধ জনগোষ্ঠী তৈরি ও বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তিখাতের উন্নয়ন ও বিকাশে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি ও বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ কলাবরেশনে কাজ করার বিষয়ে ঐকমত পোষণ করা হয়।

 রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে। ভবিষ্যতে আরো এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশের তরুণরা উদ্ভাবন ক্ষেত্রে দেশে বিদেশে অবদান রাখছে। তিনি বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ও বিকাশে মার্কিন সরকারের সহযোগিতা অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানান।

#

শহিদুল/এনায়েত/জয়নুল/২০২৩/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৫

**সারা দেশে মশক নিধন কার্যক্রম আরো বেগবান করতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা হচ্ছে**

 **--- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ শ্রাবণ (১০ আগস্ট):

 স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, এবছর ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ ঢাকা ও প্রধান প্রধান শহরের বাইরে ডেঙ্গুর বিস্তার যার ফলে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ এ পর্যন্ত মারা গেছে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন ও উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং থেমে থেমে বৃষ্টি এডিস মশার প্রজনন বাড়াতে সাহায্য করেছে ফলে ডেঙ্গু আক্রান্ত হচ্ছে বেশি মানুষ। এমতাবস্থায় সারাদেশে ডেঙ্গু সহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

 তিনি আজ মন্ত্রণালয়ে সারাদেশে ডেঙ্গু প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে বিশেষ ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণের পূর্বে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্বে মশা প্রতিরোধে স্বীকৃত বিভিন্ন পদ্ধতি এবং নিয়ম গুলো বাংলাদেশে অনুসরণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে উঠে আসা এ পদ্ধতিগুলোই মশক নিধনে কার্যকর। সেদিক থেকে আমরা পিছিয়ে নেই তবে নিজ নিজ বাড়ির আঙিনা, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর এবং নিজ নিজ এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় সচেতনতা এবং জনগণকে আরো সম্পৃক্ত করার সুযোগ রয়েছে আমাদের এখানে।

 ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে মোঃ তাজুল ইসলাম জানান, সারা দেশে দ্রুত ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সব বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পৌরসভার মেয়র ও সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কারো অবহেলা থাকলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও মশক নিধনে কীটনাশক আমদানি এখন থেকে উন্মুক্ত করা হয়েছে।

 এ সময় তিনি চলমান মশক নিধন কার্যক্রমে কোনো ঘাটতি অথবা দুর্বলতা থাকলে তা সাংবাদিকদের কাছে জানতে চেয়ে বলেন, ডেঙ্গুর বিস্তার রোধ আমাদের সবারই লক্ষ্য। সেক্ষেত্রে কোন ত্রুটি থাকলে তা আপনাদের কাছ থেকে জেনে সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হবে। গণমাধ্যম কর্মীরা মন্ত্রীকে এসময় এডিস মশার লার্ভা ধ্বংসে আরো কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ করেন।

 মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত আছে জানিয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সবাইকে সচেতন হতে হবে। আমাদের সচেতনতার মাধ্যমে নিজ নিজ বাড়ির আঙিনা ও স্থাপনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে মানুষকে সচেতন করার জন্য ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের সচেতনতাই পারে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে।

#

টিপু/এনায়েত/জয়নুল/২০২৩/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৪

**মুম্বাইস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন-এ বঙ্গমাতা**

**বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন**

মুম্বাই (ভারত), ২৬ শ্রাবণ (১০ আগস্ট):

 ’সংগ্রাম-স্বাধীনতা, প্রেরণায় বঙ্গমাতা’-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন মুম্বাই-এ আজ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়। এ উদ্দেশ্যে উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গনে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন, বাণী পাঠ, বিশেষ আলোচনাসভা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শণ এবং দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

 মুম্বাইস্থ বাংলাদেশের উপহাইকমিশনার চিরঞ্জীব সরকার জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এরপর তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদীর্ঘ আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামের নেপথ্যের কারিগর, জাতির পিতার সক্রিয় সহযোগী, বাংলাদেশের প্রেরণা এবং মহীয়সী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

আলোচনা সভায় উপ হাইকমিশনার বঙ্গমাতার বর্ণাঢ্য ও গৌরবময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন অসাধারণ দূরদৃষ্টিম্পন্ন বঙ্গমাতা ছোটবেলা থেকেই ছিলেন দৃঢ়চেতা ও বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী । তিনি ছিলেন নির্লোভ, নিরহংকার ও পরোপকারী এক মহান ব্যক্তিত্ব। বিত্ত-বৈভব ও ক্ষমতা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী হয়েও তিনি সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। তিনি একদিকে বঙ্গবন্ধুর পরিবার সামাল দিয়েছেন এবং অপরদিকে জাতির পিতাকে দিয়েছেন সাহস ও অনুপ্রেরণা। এভাবেই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীকার আন্দেলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা উত্তোর দেশ পুনর্গঠনের কাজে বঙ্গমাতা দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা, সহমর্মিতা ও বিচক্ষণতাই তাঁকে বঙ্গমাতার আসনে আসীন করেছে। এসময়ে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ, বঙ্গমাতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এরপর বঙ্গমাতার জীবনভিত্তিক একটি প্রামাণ্যচিত্র ও প্রদর্শণ করা হয়।

 উপ-হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, প্রবাসী বাংলাদেশী এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

চিরঞ্জীব/এনায়েত/জয়নুল/২০২৩/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৪৪৩

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৬ শ্রাবণ (১০ আগস্ট) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ২ দশমিক ১৩ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৬৪৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১১ হাজার ৯৭৬ জন।

#

সুলতানা/এনায়েত/আব্বাস/২০২৩/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৪৪২

**শেখ হাসিনা আবারও প্রধানমন্ত্রী হলে সামাজিক ভাতার পরিমাণ ও আওতা বাড়ানো হবে**

 **---পরিবেশমন্ত্রী**

জুড়ী (মৌলভীবাজার), ২৬ শ্রাবণ (১০ আগস্ট) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, আগামী নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আবারও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়াও, যারা ভাতা পায়নি তাদেরও ভাতা প্রদানের জন্য তালিকাভুক্ত করা হবে।

আজ মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে বাস্তবায়নাধীন বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাইসাইকেল ও শিক্ষাবৃত্তির চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিকল্প নেই। তাই, আগামী নির্বাচনে আবারো নৌকাকে বিজয়ী করতে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার রঞ্জন চন্দ্র দে'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাসুক মিয়া, জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান বদরুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রঞ্জিতা শর্মা প্রমুখ।

#

দীপংকর/এনায়েত/আব্বাস/২০২৩/১৭৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪১

**বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যদের রয়েছে ক্রীড়াঙ্গনে বর্ণাঢ্য পদচারণা**

 **--- পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

বরিশাল, ২৬ শ্রাবণ (১০ আগস্ট):

 পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার মানুষের ভাগ্যোন্ননের জন্য যিনি রাজনীতি বেছে নিয়েছেন,সেই মহৎ মানুষটি এবং তার পরিবারের সদস্যদের রয়েছে ক্রীড়াঙ্গনে বর্ণাঢ্য পদচারণা। রয়েছে স্বর্ণোজ্জ্বল অতীত,রয়েছে ক্রীড়ার প্রতি অনুরাগ আর অবদানের অসংখ্য স্বাক্ষর। জাতির পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ছিলেন একজন ক্রীড়া ও সংস্কৃতিমনা সুকুমার মনোবৃত্তির মানুষ। আবাহনী ক্রীড়া চক্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি দেশের ক্রীড়াজগতে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

 আজ বরিশাল শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাদ স্টেডিয়ামে ‘বরিশাল বিভাগীয় পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তঃ কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২২’ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের তরুণ প্রজন্মকে যতবেশি খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে, তারা সংস্কৃতি চর্চার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবে,সাহিত্য চর্চা করবে,লেখাপড়ার পাশাপাশি এগুলো একান্তভাবে দরকার। শারীরিক,মানসিক সব দিক থেকেই আমাদের তরুণদের একটা আলাদা মানসিকতা ও দেশপ্রেম গড়ে উঠবে। এই ফুটবল টুর্নামেন্ট এর মাধ্যমে এ অঞ্চলের তরুণরা খেলাধুলায় তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবে। বিভিন্ন জেলাবাসির সাথে একটি ভাতৃত্বের বন্ধন রচিত হবে।

 গত ১৪ বছর ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের সফলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন ক্রীড়া ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে মোট ৪৮৫টি স্বর্ণ, ৪৯৯টি রৌপ্য, ৫৯৫টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছে এবং ১১৪ বার চ্যাম্পিয়ন, ২৬ বার রানার্স আপ ও ২২ বার তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।খেলাধুলার উৎকর্ষ সাধনে সরকার প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম তৈরি করছে। একইসঙ্গে দেশীয় খেলাগুলো যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য নানা পক্ষ নেওয়া হয়েছে। বরিশাল শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়ামটিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা ও জেলা সুইমিং পুল এর উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বরিশালে খুব শীঘ্রই দুটি মিনি স্টেডিয়ামের কাজ শুরু হবে।

 অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোঃ শওকত আলী, বিভাগীয় কমিশনার বরিশাল, গেস্ট অভ্ অনার ছিলেন বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নবনির্বাচিত মেয়র আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ, বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রফেসর আব্বাস উদ্দিন খান, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল, মোঃ জামিল হাসান, বিপিএম-সেবা, পিপিএম ডিআইজি, বরিশাল রেঞ্জ, জেলা প্রশাসক মোঃ শহিদুল ইসলাম ও জেলা ক্রীড়া অফিসার।

#

গিয়াস/এনায়েত/জয়নুল/২০২৩/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪০

**রুপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়ন শেষে রুপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়িত হচ্ছে**

 **--- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ২৬ শ্রাবণ (১০ আগস্ট):

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রুপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়ন শেষে রুপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রুপান্তরিত হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ রবিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার বার্থীতে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। এসময় অন্যদের মধ্যে উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন, অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মহাসড়কে। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ আজ এক সম্ভাবনাময় স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র তথা এক বিস্ময়ের নাম। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বর্তমান অর্থবছরে সমাজে পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য ভাতার পরিমাণ ও উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। এতে করে দেশে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকৃত বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন ঘটছে এবং দেশ দারিদ্র্য শূন্যের দিকে যাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলদেশ হলেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করা সম্ভব হবে।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ স্থানীয় সামাজিক শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বরিশালবাসীর ভাগ্য উন্নয়নে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন বাঙালী জাতির শোকের মাসে শোককে শক্তিতে পরিণত করে সংগঠনের সকল নেতা-কর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের স্ব স্ব স্থান থেকে জনকল্যাণকর কর্মকান্ডে সদা নিবেদিত হওয়ার পরামর্শ দেন।

#

আহসান/এনায়েত/জয়নুল/২০২৩/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪৩৯

**‍‍‍‍‍‍‍ত্রাণ প্রতিমন্ত্রীর সাথে ওআইসি'র প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২৬ শ্রাবণ (১০ আগস্ট):

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা: মোঃ এনামুর রহমানের সাথে আজ ঢাকায় মন্ত্রণায়েরর সভাকক্ষে ওআইসি'র হিউমেনিটেরিয়ান এবং সোশ্যাল এন্ড কালচারাল বিষয়ক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল Tarig Ali Bakheet এর নেতৃত্বে ৯ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে।

সাক্ষাৎকালে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের সহায়তা দানে বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবীয় পদক্ষেপের প্রশংসা করা হয়। কক্সবাজারের ক্যাম্পসমূহে রোহিঙ্গা নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা, আহার, সুপেয় পানি, চিকিৎসা, শিক্ষা, পয়:নিস্কাশন, আইন শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে এ সময় আলোচনা হয়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের পর যাতে হাতে-কলমে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে সেলক্ষ্যে তাদেরকে কারিগরি ও অন্যান্য বিষয়ে লেখাপড়ার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সরকার কাজ করছে। কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রতিবছর হাজার হাজার নতুন শিশু জন্ম নিচ্ছে, এতে প্রতিবছরই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে এ জনগোষ্ঠীকে সেবা দিতে আমাদেরকে আর্থিকসহ নানা রকম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাই বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকরা যেন মর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদে নাগরিক অধিকারসহ তাঁদের নিজ দেশে ফেরত যেতে পারে সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি।

প্রতিমন্ত্রী বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ব জনমত গঠনে এগিয়ে আসতে ওআইসিকে জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

[

এ সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

সেলিম/মেহেদেী/পরীক্ষিৎ/রবি/কামাল/ ১৫২৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী  নম্বর : ৪৩৮

**প্রধানমন্ত্রী দেশের নারীদের স্বাবলম্বী করতে নানা উদ্যোগ নিয়েছেন**

 **-স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ শ্রাবণ (১০ আগস্ট):

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী দেশের নারীদের স্বাবলম্বী করতে নানা উদ্যোগ নিয়েছেন। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদেও বর্তমানে ৬৫ জন নারী সদস্য রয়েছে যার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকারও নারী। তিনি আজ রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠন পার্টনারস ইন পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (পিপিডি)- এর ৩৮তম বৈঠকে সমাপনী অধিবেশনে একথা বলেছেন।

গত ৮ আগস্ট থেকে শুরু হয়ে বৈঠকটি আজ ১০ আগস্ট শেষ হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে কাজ করেছেন। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে চলেছে। তবে পিপিডি এর সদস্য দেশ হিসেবে দক্ষিণ-দক্ষিণ আঞ্চলিক উন্নয়নশীল সদস্য দেশগুলোতে মাতৃমৃত্যু হার এবং শিশু মৃত্যুহার কমাতে আরো জোড়ালো ভূমিকা পালন করতে একযোগে কাজ করতে হবে। উন্নয়নশীল সদস্য দেশগুলোতে দারিদ্র্য কমাতে সদস্য দেশগুলোকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। নারীর জন্য কাজের পরিধি বৃদ্ধি করতে কাজ করতে হবে। নারীর ক্ষমতায়ন যথাযথভাবে করা গেলে মাতৃ মৃত্যুহার, শিশু মৃত্যুহার কিংবা বাল্য বিবাহ অনেকাংশেই কমে আসবে।

তিনদিনব্যাপি চলা এই বৈঠকে দক্ষিণ-দক্ষিণ আঞ্চলিক রাষ্ট্রসমূহের উন্নয়নশীল ২৭টি সদস্য দেশের সংগঠন পিপিডি আন্তঃরাষ্ট্রীয় পারস্পরিক উন্নয়নের মাধ্যমে অন্তর্ভূক্ত দেশগুলোতে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে কাজ করবে। সদস্য দেশগুলো স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসবে বলে বৈঠকে একমত পোষণ করা হয়।

সভায় সদস্য দেশগুলোতে সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে নির্বাহী সদস্যগণ আলোচনা করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী এবং পিপিডি’র বর্তমান সভাপতি Ms Lindiwe Zulu, বেনিন সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং পিপিডি’র নির্বাহী সদস্য Professor Benjamin I.B. Hounkpatin এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক মূল আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায় অন্যান্য সদস্য দেশের প্রতিনিধিগণ তাঁদের পক্ষ থেকে মতামত ব্যক্ত করেন।

পিপিডি’র মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন পরবর্তী এবছরের ৩ অক্টোবর জিম্বাবুয়েতে অনুষ্ঠিত হবে।

#

মাইদুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রবি/মাহমুদা/কলি/মাসুম/২০২৩/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৭

**জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার নতুন বিধিমালা**

ঢাকা, ২৬ শ্রাবণ (১০ আগস্ট) :

জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার নতুন নিয়ম করেছে সরকার। ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২’ সংশোধন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। গতকাল পতাকা বিধিমালায় সংশোধন এনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারির পরে এ বিষয়ে গেজেট জারি হয়।

নতুন নিয়মে পতাকা অর্ধনমিত রাখার ক্ষেত্রে পতাকা দণ্ডের ওপর থেকে চার ভাগের এক ভাগ দৈর্ঘ্যের সমান নিচে ওড়াতে হবে। বিধিমালায় আগে এটি নির্ধারণ করে দেওয়া ছিল না।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ‘বাংলাদেশ জাতীয় সংগীত, পতাকা এবং প্রতীক অধ্যাদেশ, ১৯৭২’এর আর্টিকেল-৫ এ দেওয়া ক্ষমতাবলে সরকার ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২’-তে সংশোধন আনা হয়েছে।

বিধিমালার বিধি-৭ এর ১২ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নতুন ১২ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হবে। নতুন ১২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- অর্ধনমিত রাখার ক্ষেত্রে পতাকা প্রথমে পতাকা-দণ্ডের সর্বোচ্চ চূড়া পর্যন্ত উত্তোলন করতে হবে। এরপর পতাকা দণ্ডের এক-চতুর্থাংশের দৈর্ঘ্যের সমান নিচে নামিয়ে পতাকাটি স্থাপন করতে হবে। ওই দিবসে পতাকা নামানোর সময় ফের পতাকা দণ্ডের সর্বোচ্চ চূড়া পর্যন্ত উত্তোলন করা হবে, এরপর নামাতে হবে।

আগের বিধিমালার ১২ অনুচ্ছেদে পতাকা দণ্ডের এক-চতুর্থাংশের দৈর্ঘ্যের সমান নিচে নামিয়ে পতাকা স্থাপন করার বিষয়টি ছিল না।

সাধারণত ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও জাতীয় শোক পালনের দিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

#

মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রবি/আসমা/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৬

**কানাডায় বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত**

কানাডা (টরন্টো), ১০ আগস্ট :

কানাডার বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, টরন্টোতে যথাযোগ্য মর্যাদায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি,জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠান সূচিতে ছিল রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর বানী পাঠ, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জানানো, ভিডিও তথ্যচিত্র ও বক্তব্য উপস্থাপন এবং বিশেষ মোনাজাত। অনুষ্ঠানে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত বক্তাগণ তাদের আলোচনায় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য্য এবং দেশ ও জাতি গঠনে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনে এবারের প্রতিপাদ্য ‘সংগ্রাম-স্বাধীনতা প্রেরণায় বঙ্গমাতা’র ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ তাঁদের পরিবারের সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

#

মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রবি/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০৪০ ঘণ্টা